সংবাদ

তারিখ ... 18 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

গণশিক্ষা সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে উত্তীর্ণ প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে আদালতের রায় পালন না করায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবসহ সাতজনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। গতকাল এক আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট এমএম নুরুজ্জামান।

আইনজীবী নুরুজ্জামান জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মেজবাহ উল আলম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর, পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) মো. আনোয়ারুল হক, উপ-সচিব নুজহাত ইয়াসমিন, নওগাঁ জেলার ডিসি ড. আমিনুর রহমান, নওগাঁ প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আমিনুল ইসলাম মন্ডল, মহাদেবপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আতাউর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করা হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

২০১০ সালের ১১ এপ্রিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞপ্তির তিন নম্বর শর্তে উপজেলাভিত্তিক নিয়োগের কথা বলা হয়। পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শেষে ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল উত্তীর্ণ ৪২ হাজার ৬১১ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তবে এর কয়েকদিন আগে ২০১২ সালের ২১ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর এক পরিপত্রে উপজেলাভিত্তিক নয়, ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের কথা জানায়। এরপর বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১০ হাজার জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।

কিন্তু যারা নিয়োগ বঞ্চিত হয়েছেন তাদের মধ্যে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার দশজন ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের নিয়োগের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন। এ আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০১৪ সালের ১৮ জুন তাদের নিয়োগ দিতে নির্দেশ দিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেন হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যরা আপিল করলে চলতি বছরের ৭ মে তা খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ। কিন্তু উচ্চ আদালতের এ নির্দেশনা পালন না করায় মঙ্গলবার সাতজনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করা হয়।